Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সামাজিক চেতনা ও বিকাশে দলিত ক্রান্তি দর্শন ও সাংখ্যদর্শনের মেলবন্ধন স্থাপন

Establishing the Amalgamation of Dalit Kranti Philosophy and Sankhya Philosophy in Social Consciousness and Development

জয়দেব পাল[1]

Abstract: *There are many similarities between Dalit Kranti Philosophy and Sankhya Philosophy in social consciousness and development. The Indian society, the population now exceeds 20 crores, Dalit continue to be deprived of human rights due to age after age of illiteracy, poverty and exploitation of upper caste slavery. Dalit liberation path instruction like Dr. Babasaheb Ambedkar's Dalit Kranti Philosophy and Maharshi Kapil's Sankhya Philosophy education, conflict and organization like Sattva, Rajas, Tamas and tending to destroy untouchability. The Dalit Kranti Philosophy is inspired by Sankhya's expressed and unexpressed wisdom in establishing republicanism statehood and socialism. Fatalism and theism rejected in both Philosophies. Both are active in destroying the sorrows of the sad world. At present, the radical change in Dalit society is noticeable due to good education, public awakening and effective implementation of article 14 and 17 of the constitution. so, the present President of India is also a representative of Dalit people.*

AIJITR - Volume - 1, Issue - II, Nov-Dec 2024
Copyright © 2024 by author (s) and (AIJITR).
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Key-words*: Poverty, Conflict, Untouchability, Sadness, Triguna, Vivek.*

ভূমিকা

কখনো দলিত পীড়িতের দলে, অস্পৃশ্য অনুসূচীত বলে।

রেখেছো বেঁধে জ্ঞানহীন করে, দারিদ্র্য ও শোষণের জালে।।

শূদ্র হয়ে আপনার শ্রমে, রেখেছি তোমায় পরম যতনে।

কভু পঞ্চমা হরিজন হয়ে, দুঃখ কখনো যায়নি যে ধুয়ে।।

আমিও মানুষ অমানুষ নই, আছে মনুষ্যত্ব আর প্রত্যয়।

সুশিক্ষা আর সংবিধান কয়, অস্পৃশ্যতার হবে অবক্ষয়।। (স্বরচিত)

দলিত ক্রান্তি দর্শন অনুসারে সমাজের ধার্মিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে সম্প্রদায় সদা সর্বদা দলিত বা পীড়িত ও শোষিত হয়ে যুগের পর যুগ উচ্চ বর্ণের দাসত্ব শৃঙ্খলে জর্জরিত হয়ে দারিদ্র্য, হীনতা ও উৎপীড়নে নিয়তির বশ্যতা স্বীকার করে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বভূমিতেই চির দুঃখময় ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত, তারাই দলিতশ্রেণী। সাংখ্যদর্শনানুসারে জগৎ প্রপঞ্চের সকল জীব অবিবেক বা অজ্ঞান হেতু দুঃখসাগরে নিমজ্জিত। প্রকৃতি ও পুরুষের মেলবন্ধনে জগৎ সৃষ্টি কার্য ও জন্মান্তরের খেলা চলেছে। দলিত ক্রান্তি দর্শন ও সাংখ্যদর্শন উভয়ই সেই দুঃখ বিনাশে পরম কল্যাণের পথ নির্দেশে সংযত ও তৎপর হয়েছে।

[1] *গবেষক, জয়দেব পাল,সংস্কৃত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

DOI (Crossref) Prefix: ***https://dx.doi.org/10.63431/AIJITR/1.II.2024.85-92***

AIJITR, Volume-1, Issue-II, November - December 2024, PP. 85-92.
Revised and accepted on 21th December 2024, Published: 31th December 2024.

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

আর্যদের ভারত আগমনে ও আক্রমণে ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায় পরাজিত হয়ে শূদ্র বা দাস শ্রেণীতে পরিণত হয়। অনেকে পরবর্তীকালে মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টান ইত্যাদিতে ধর্মান্তরিত হয়। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম, ক্ষত্রিয়রা রাজ্য, ও বৈশ্যরা অর্থসংস্থানে অধিকারী হয়ে দ্রাবিড় প্রভৃতি আদিবাসী জনজাতিদের দাসত্বে পর্যবসিত করে। শারীরিক শ্রমই তাদের জীবন ও জীবিকার একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে। এরা সকলেই দলিতশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। দলিতবর্গকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে -

(ক) ভারতীয় সংবিধান অনুসারে তপশিলী জাতি ও উপজাতির অন্তর্ভুক্ত সকল জাতি, আদিবাসী সম্প্রদায় মুখ্য রূপে দলিত বর্গের অন্তর্গত।

(খ) অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি, আর্থিকভাবে দুর্বল উচ্চবর্ণের নিচে অবস্থিত, মুখ্য দলিত শ্রেণী থেকে কিছুটা উন্নত হলেও এদেরও দলিত বর্গের অন্তর্গত ধরা যায়।

(গ) দলিতবর্গ থেকে খ্রিস্টান, মুসলিম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মে ধর্মান্তরিতদেরকেও দলিত বর্গের অন্তর্গত ধরা যেতে পারে।

সুতরাং ভারতবর্ষের শ্রমজীবী সর্বহারা সামাজিক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত দারিদ্র্য ও উৎপীড়নের জালে আবদ্ধ শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, কর্মী ও মহিলারাও দলিত বর্গান্তর্গত বলা যায়। এই সর্বহারা শ্রেণী কল্যাণ না করলে চিরকাল পুঁজিপতি মালিক সম্প্রদায় তাদের শোষণ করে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলবে। তাই তাদের উদ্ধার শ্রেণী চেতনা, শ্রেণী সংঘর্ষ ও সমাজবাদের মাধ্যমে বিকাশ সাধনে প্রয়াসী হতে হবে। তাদের জীবনে চিরন্তন দুঃখের পরিসমাপ্তি একান্ত প্রয়োজন।

জগৎ সংসারের চিরন্তন দুঃখ নাশে আদিবিদ্বান্ মহর্ষি কপিল প্রথম দুঃখমুক্তির পথ নির্দেশ করে তাঁর সাংখ্যসূত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মাধ্যমে পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিতেই পরম পুরুষার্থ সম্ভব[i]। এই ত্রিবিধ দুঃখ হলো আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার শারীরিক ও মানসিকভেদে দ্বিবিধ। এ প্রসঙ্গে সাংখ্যকারিকার ভাষ্যকার গৌড়পাদ বলেছেন বাত-পিত্ত-শ্লেষাদির কারণে জ্বরাদি যে রোগ, তার ফলে যে দুঃখ, তাই হলো শারীরিক দুঃখ[ii]। প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয় সংযোগে যে মানসিক কষ্ট, তাই হলো মানসিক দুঃখ[iii]। আধিভৌতিক দুঃখ চতুর্বিধ- জরায়ুজ ,অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ। মনুষ্য, পশু ও মৃগাদি জরায়ুজ ভূত বা প্রাণী থেকে, সরীসৃপাদি পক্ষী অন্ডজ প্রাণী থেকে, মশা জোঁকাদি স্বেদজ প্রাণী থেকে ও স্থাবরাদি উদ্ভিজ থেকে উৎপন্ন দুঃখই হলো আধিভৌতিক দুঃখ[iv]। দৈব শক্তির দ্বারা বা দেবশক্তির প্রভাবে উৎপন্ন শীত উষ্ণ বাত বর্ষণ বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্পাদির দ্বারা যে দুঃখ উদ্ভূত হয়, তাকে আধিদৈবিক দুঃখ[v] বলে। সাংখ্যমতে কোন লৌকিক বা দৃষ্ট উপায়ে ও আনুশ্রবিক বা বেদাদি-কর্মে মোক্ষ রূপ চিরন্তন দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব নয়, বরং ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ - এর জ্ঞান হেতু তা সম্ভব। দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ের দ্বারা ক্ষুধা পিপাসাদির মতো জাগতিক দুঃখ নিবৃত্তি সাময়িকভাবে সম্ভব। ভারতীয় সমাজের প্রতিটি জীবের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য মনীষীরা ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শন করেছেন। যে সমাজে দলিত শ্রেণী দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত তার চিরন্তন না হোক, লৌকিক ও প্রাত্যহিক প্রাথমিক চাহিদার নিবৃত্তি একান্ত প্রয়োজন।

বেদাদি গ্রন্থে বর্ণ ব্যবস্থা ও আশ্রম ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য । কিন্তু জাতিভেদ প্রথা তথা অচ্ছুত ও ছুঁতের কোন আড়ম্বর ছিল না। দলিত ক্রান্তি দর্শনানুসারে পাঁচ হাজার বছরের আগে দলিত সমাজের তথা আদিবাসী সমাজের বিস্তৃত ও সুসজ্জিত সিন্ধু সভ্যতা ছিল। বৈদেশিক আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজারের দিকে ভারতের পাঞ্জাব হরিয়ানা তথা ভারতের উত্তরভাগে আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে এসে বসবাস শুরু করে। কিন্তু ভারতের দক্ষিণভাগে তাদের আধিপত্য ছিল না। উত্তর ও পূর্ব ভারতের আধিপত্য বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পায়। আর্যরা নিজেদের অবস্থান স্থায়ী সুনিশ্চিত করতেই বর্ণ ব্যবস্থার সৃষ্টি করেন এবং পরাজিত আদিবাসীদের শূদ্রবর্ণে রূপান্তরিত করে। ব্রাহ্মণবর্ণ নিজেদের ব্রহ্মের প্রতিরূপ জানিয়ে নানা নীতি ও সংস্কারের দ্বারা নিজেদের উচ্চবর্ণ বা সবর্ণ ঘোষণা করে। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী এই নীতির দ্বারা ভারতীয় সমাজে উচ্চ নীচ বা জাতিভেদ ছুঁত ও অচ্ছুত করাল বিচ্ছিন্নকরণনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষত্রিয়রা ঈশ্বরের অবতার হিসেবে শাসনকার্যে, ব্যবসা ও পশুপালনাদির কর্মে বৈশ্যদের প্রাধান্য স্থির হলেও তিন বর্ণের সেবায় তথা যাবতীয় শ্রমসাধ্য কর্মে শূদ্রদের নিয়োগ করা হয়। আজও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অরণ্যে জনজাতি বা আদিবাসীরা আদিম মানুষের মতো সংঘর্ষময় জীবন যাপনের রত। যারা অন্ধবিশ্বাস ও অশিক্ষার বেড়াজালে সভ্যতার থেকে পিছিয়ে পড়ে দারিদ্র্য ও দুঃখময় জীবনধারণ করে চলেছে, তারা সকলেই দলিত শ্রেণীভুক্ত।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সাংখ্যদর্শনে যে প্রকৃতি আদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা এই জগতের সকল কিছু নির্মিত। যেমন মৃত্তিকার থেকে ঘট, সরা, হাড়ি ও কলসি নানান সামগ্রী উৎপন্ন হলেও তাদের মূল তত্ত্ব মৃত্তিকা। তেমনি জগৎ প্রপঞ্চ ওই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাধীন। সুতরাং মানব দেহের আকৃতি প্রকৃতিগত ভাবে অভিন্ন। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই উপাদানগতভাবে, তা সাংখ্যদর্শনানুসারে বলা যায়। বর্ণ ব্যবস্থা ও সাংখ্যানুসারে তুচ্ছ হয়ে যায়।

ডঃ বি. আর. আম্বেদকর ১৯৪৬ সালে 'হু ওয়্যার দ্য শূদ্রস ' গ্রন্থে দলিত বা শূদ্রদের উৎপত্তি তাদের উপর শোষণ ও তার কারণ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দলিতদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির আশায় সংকল্পিত হয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেন। তিনি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বশ্যতা স্বীকার করেননি এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে তারাই ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্ররূপে চিহ্নিত হয়। ব্রাহ্মণদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ হেতু অস্পৃশ্যতা জন্ম লাভ করে। বাবাসাহেব আম্বেদকরের মতে ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আশে পাশে তা চালু হয়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংঘর্ষের ফলশ্রুতি এই অস্পৃশ্যতাবাদ। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা জাতি ব্যবস্থার দুষ্প্রভাবে প্রভাবিত। হিন্দুধর্ম কেবল সামাজিক নয় বরং ধর্ম, বর্ণ, ধার্মিক ব্যবস্থার পরিচায়ক জন্ম লাভ করে আশেপাশে চালু হয় বদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংঘর্ষের ফলশ্রুতি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা জাতি ব্যবস্থা। হিন্দু ধর্ম কেবল সামাজিক নয়, বরং বর্ণধার্মিক ব্যবস্থার পরিচায়ক । কেননা এই ব্যবস্থা বর্ণ ক্রমিক বংশানুসারে ধাবমান। হিন্দু কোন রাষ্ট্রীয়তা বা ভারতীয় জাতি বিশেষতা দ্বারা সংঘবদ্ধ নয়, বরং ব্রাহ্মণ্যবাদের জালে আবদ্ধ। শূদ্রাদি বর্ণের মধ্যে অসামঞ্জস্য, শিক্ষাতে অনধিকার, শক্তি ও অধিকার লাভের স্থানগুলিতে তাদের বহিষ্কার, সম্পত্তি লাভের অধিকারে নিষেধাজ্ঞা ও স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদ তাদের অধিকার কায়েম করে চলেছে।

চতুর্থ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ মুসলিম আক্রমণের পূর্বে ব্রাহ্মণরা হিন্দু-সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন। মৌর্য যুগে চাণক্য প্রণীত রাজব্যবস্থা ও গুপ্তকাল পরবর্তী পতঞ্জলি প্রণীত সাহিত্য-ব্যবস্থায় দলিত সমাজ ক্রমান্বয়ে অধিকারহীন, অশিক্ষিত, শোষিত ও বঞ্চিত বর্গে পরিণত হতে থাকে। সামন্তবর্গরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন নির্মাণ কার্যে কায়িক শ্রমিক রূপে দলিতদের পর্যবসিত করে বিনা পারিশ্রমিক বা বেকার খাটিয়ে তাদের মনোবলকে ধ্বংস করে দেয়। ভাগ্যবাদ ও ঈশ্বরবাদের আঘাতে তারা যুগের পর যুগ ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। কর্মফল ভোগের নিদারুণ রোষে তার সমস্ত কিছু যেন লুণ্ঠিত হয়। মুসলমান আক্রমণে ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত নড়ে ওঠে। এরপর ধর্মান্তকরণ ব্যবস্থায় মানুষের স্বতন্ত্রতা বৃদ্ধি পায়। দলিতরা এর দ্বারা আকর্ষিত হয়। রবিদাস, কবীর প্রভৃতি মহান ভক্তিবাদী মহাপুরুষদের দ্বারা মানুষের সমানতা বা ভেদহীনতা প্রচারিত হতে থাকে। ঈশ্বরের কাছে সকলেই সমান- এই মত চলতে থাকে, সাথে ধর্মান্তকরণ চলতে থাকে। ধর্মান্তরিত হয়ে দলিতদের জীবনে আমূল পরিবর্তন হতে থাকে। তারা মুসলিম সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করে যুদ্ধেও সামিল হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্যে দলিত সমাজ কিছুটা স্বস্তি লাভ করে। ইংরেজরা যখন হোটেল ও ক্লাবে ভারতীয়দের ও কুকুরদের প্রবেশ নিষেধ করে, তখন সকলকে তা নাড়া দেয় । দলিতরা বুঝতে পারে ব্রাহ্মণ্যবাদের জোর শুধু তাদের উপর, ব্রিটিশদের কাছে তারাও তাদের মতন। ইংরেজি শিক্ষার আলোকে প্রজাতন্ত্র, স্বতন্ত্রতা ও সমানতার ভাবনা জাগ্রত হয়। বাবাসাহেব আম্বেদকরের পিতা ব্রিটিশ সেনায় কাজ করতেন বলেই তিনি লেখাপড়ার সুযোগ পান, আর তাই দলিতদের উদ্ধারক এই সমাজ সংস্কারক নেতার উদ্ভব। তিনি ভারতীয় সংবিধান রচনা করে দলিলদের ভারতীয় নাগরিক, সমান মর্যাদা, মৌলিক অধিকার দান করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা ঘটান। দলিতদের সরকারিক্ষেত্রে সংরক্ষণ ও শিক্ষার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করেন। যদিও আজও ভারতীয় কিছু গ্রামে দলিতদের অবস্থা নিম্নগামী। তবুও তা ক্রমশঃ হ্রাসমান। বাবাসাহেব আম্বেদকর এর দেখানো পথেই দলিত মুক্তির পথ প্রশস্ত এবং তাতেই ধর্ম ও বর্ণ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নির্মাণ সম্ভব।

দলিত ক্রান্তি দর্শন গ্রন্থে শ্রীরামলাল বিবেক মহাশয় দলিতদের সমস্যা, সমাধান ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বিশেষ সূত্রাত্মক শ্রেণীকরণ সহ বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত এই দর্শনের প্রথম সূত্র হল বর্গচেতনা। এর আবার তিনটি উপসূত্র বর্তমান যথা- অশিক্ষা, দারিদ্র্য(গরীবী), ও শোষণ। ভারতীয় জনসংখ্যায় নব্বই শতাংশই সর্বহারাশ্রেণী শোষণের আওতায়, অপরদিকে খুব বেশি দশ শতাংশ শাসকশ্রেণী বা পুঁজিপতি সম্প্রদায়, যারা শোষকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ। তবুও যুগের পর যুগ সর্বহারা দলিত সমাজ আত্মচেতনার অভাবে শোষিত হয়ে চলেছে।

অশিক্ষা- দলিতদের সকল সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল অজ্ঞানতা বা অশিক্ষা। স্বাধীনতা লাভের পরেও আজও বহুদলিত স্ত্রী পুরুষ নিরক্ষরতার কালানলে দগ্ধ। অশিক্ষিত এই সমস্ত লোকদের গ্রামগঞ্জে সর্বদা শোষণের কবলে পড়তে হয়। শিক্ষার অভাবে তারা কুচিকিৎসায় অর্থাৎ ঝাড়- ফু ওঝা ইত্যাদির দ্বারা জীবন সংকটে ভোগে। আবার

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অশিক্ষা হেতু ঋণদাতা বা জমিদার বা পুঁজিপতি সম্প্রদায় তাদের শোষণ করে তাদের ঘরবাড়ি জমি ইত্যাদি দখল করে। বছরে পর বছর পরিশ্রম করে ঋণের অর্থ পরিশোধ করেও ঋণমুক্ত হতে পারে না। পুঁজিপতিরা বা শোষকরা তাদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে বারংবার তাদের ঠকিয়ে চলে। ফলে তাদের দাসত্ব স্থায়িত্ব লাভ করে। পাপের ফল, ঈশ্বরের লীলা, ভাগ্যের দোষ, ইত্যাদির উপর নির্ভর করে তারা চিরকাল এই পিঞ্জরে নিজেকে বেঁধে রাখে। পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে তারা ন্যায় লাভ করে না। কেননা সেখানেও তাদের শোষণ করা হয়। দলিতদের কাছে নিজস্ব বিচার ও সঠিক লক্ষ্য না থাকায়, তারা শাসকের তৈরি রীতি-নীতিতে চালিত হয়ে নিজেদের কল্যাণ কামনা করে, যা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব। দলিতদের নিজের বিবেক জাগরণ, মানব জীবনের মূল্যবোধ, নাগরিক সমতা বিধানের জন্য তৎপর হওয়া একানেত প্রয়োজন। অশিক্ষিত থেকেই যেন শোষকের এই চক্রব্যূহে দলিতরা নিজেদের বন্দী রেখেছে। অশিক্ষা বা অজ্ঞানতা হেতু নিজেদের সমস্যা দলিতগণ চিন্তা করতে পারে না। অশিক্ষা হেতুই দলিতদের আত্মবিশ্বাস, স্বাভিমান ও পুরুষার্থ ম্রিয়মান। সুতরাং শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হয়েই একমাত্র দলিতরা নিজেদের হীনতা দূর করতে সক্ষম।

সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে বিবেক বা জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান বা অবিবেক হেতু জীবের বন্ধন ও সংসার ভোগ[vi]। এই বিপর্যয় আবার পাঁচ প্রকার- অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ[vii]। অশুচি, অনাত্ম, অনিত্য ও দুঃখাত্মকবস্তুকে শুচি, নিত্য, আত্ম ও সুখাত্মকবস্তু বলে জ্ঞানকে অবিদ্যা বলে। অবিদ্যাকে তমঃ বলা হয়। যেমন সূর্য ও চন্দ্রকে নিত্য জ্ঞান (অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান), বিগ্রহকে দেবতা জ্ঞান (অনাত্মকে আত্মজ্ঞান), প্রেমাস্পদের থুৎকারকে অমৃত জ্ঞান (অশুচিকে শুচি জ্ঞান) , রাজদরবারে বিপুল সজ্জিত পোশাক পড়ে গরমকালে গৌরবান্বিত জ্ঞান (দুঃখকে সুখ জ্ঞান), এইভাবে একবস্তুকে অপরবস্তু জ্ঞানে অবিদ্যা বা তমঃ জন্মায়। এই অজ্ঞান হেতু জীবের সংসারভোগ ও দুঃখভোগ। বিবেকজ্ঞান হেতুই পুরুষের মুক্তি[viii]। জীবের দেহ ধারণের পর বিবেক সাক্ষাৎকারে পরমপুরুষার্থ মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ ঘটে। ব্যক্ত, অব্যক্ত, জ্ঞ বা পুরুষের জ্ঞান হেতু বিবেকসিদ্ধি[ix] ।

দারিদ্র্য (গরীবী)- দারিদ্র্য সকল দুঃখের জন্মদাত্রী। গরীবী বা দারিদ্র্য ব্যক্তিকে বিবশ করে অনৈতিক কর্মেও প্রেরণা যোগায়, যা ব্যক্তি নিজেও করতে চায় না। দরিদ্র বা গরীব ব্যক্তি পেটের দায়ে ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি ও ভিন্ন অপরাধ মূলক কাজ করে। যে ব্যক্তি ক্ষুধা নিবৃত্তিতে অপারঙ্গম, সে কি করে নিজের মানবিক অধিকার রক্ষা করতে পারে ? আর এই গরীব বা দরিদ্র শ্রেণীর মুখ্য হল দলিত বর্গ। তাদের দরিদ্রতার প্রধান কারণ একশ্রেণীর পুঁজিপতি শ্রেণীর ধনিক তার সর্বস্ব হরণ করে তাকে দাস বৃত্তিতে পরিণত করেছে। দেশের কৃষি ও শিল্পে সবচেয়ে বেশি এই দলিত তথা শ্রমিক তথা শোষিত শ্রেণী। অন্নদাতা কৃষক সকলের অন্নের ব্যবস্থা করলেও তাকে নিরন্ন থাকতে হয়। দারিদ্র্য পূর্ণ দলিত সমাজ ভারত মায়ের কোল থেকে জন্ম নিয়ে লালিত পালিত হলেও তারা সর্বদা এই ভেদ, অচ্ছুত ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে রয়ে যায়। দলিতদের দরিদ্রতার জন্য তারা নিজেরাও দায়ী। কেননা দলিতরা গরীব হয়ে সামাজিক অবহেলায় কিছুটা সুখের আশায় মদ্যপানে রত। তার স্ত্রী ও পুত্রের এর প্রতি যত্নের কোন ভ্রুক্ষেপ থাকে না। ছোট ছোট বিষয়ে অশিক্ষা হেতু লড়াই ঝগড়া করে কোর্ট-কাচারীতে মামলা-মোকদ্দমায় লিপ্ত হয়।

দলিতদের পুরুষার্থের অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণে প্রবৃত্ত হয়। শরণার্থীদের কাছ থেকে তাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কেননা আত্মবিশ্বাস, কঠোর পরিশ্রম ও পুরুষার্থের দ্বারা নিজেদের তথা দেশের উন্নতি সাধন করেছে। সুতরাং পুরুষার্থ, দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা দলিতরা নিজের যোগ্য অধিকার লাভের দ্বারা নিজেদের দারিদ্রতাকে নিজে দূর করতে পারে।

সাংখ্যদর্শনে পুরুষের বন্ধন মোচনেই প্রকৃতির আগমন। সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে- লোক সাধারণের ইচ্ছা পূরণের জন্য কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় এবং ফললাভ করলে ওই কার্য থেকে বিরত হয়। তেমনি পুরুষকে মুক্ত করার জন্য প্রকৃতির আবির্ভাব। তবে মুক্তপুরুষ পুনরায় বন্ধন হয় না[x]। সুতরাং দলিতদের বিকাশরূপ পুরুষার্থ লাভের জন্য অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে শিক্ষা সংগঠন ও সংঘর্ষের আঙিনায় দলিত মুক্তি স্বাদ রয়েছে।

সাংখ্যে ঈশ্বর স্বীকৃত নয় অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না[xi]। সাংখ্যে ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ সৃষ্ট হয়েছে তা বলেনি। বরং প্রকৃতির বিবর্তনের ত্রিগুণাদি আবেশেই এই জগৎ জীবের পরিবর্তন, তা স্বীকৃত। যদিও বিজ্ঞানভিক্ষুকাদি সাংখ্যাচার্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেছেন । তবে সাংখ্য জগত প্রাণীকুলকে ঈশ্বরের ভরসায় থাকার কোনরূপ দৃঢ়তা দেখায়নি। সাংখ্যে ভাগ্যের পরিহাসকেও উপেক্ষা করা হয়েছে। অজ্ঞানতাকে দূরকরণে ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর জ্ঞান হেতু পুরুষের বন্ধন মুক্তির কথা বলেছে ।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

শোষণ – অশিক্ষা ও দারিদ্র্য-এর কারণে হিন্দু সমাজের জাতিভেদে দলিত সমাজ শোষণরূপ সমস্যাগ্রস্ত। দলিতরা ধার্মিক শোষণে জর্জরিত। সে যে ধর্ম মানে সেই ধর্মের অনেক ব্যক্তি তাকে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করে। সে যে ভগবান বিশ্বাস করে তাঁর মন্দিরে যাওয়ার অধিকারও তার থাকে না। জন্ম থেকেই দলিতদের অস্পৃশ্য বলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় শোষণগ্রস্ত হতে হয়। দাসত্ব ও অপমান নিয়ে জীবন ধারণ করার চেয়ে স্বাধীনতা ও সম্মানের জন্য জীবন বলিদান শ্রেয়ঃকর। দলিতদের মধ্যে জন-আন্দোলন বর্গচেতনা ও বর্গ সংঘর্ষের ভাবনার বিকাশ সাধনে তার মুক্তির ও শ্রেষ্ঠত্বের পথ প্রশস্ত।

দলিত ক্রান্তি দর্শনানুসারে দ্বিতীয় সূত্র হলো বর্গ সংঘর্ষ। বর্গসংঘর্ষ এর তিনটি উপসুত্র বর্তমান- শিক্ষা, সংগঠন, সংঘর্ষ। বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর দলিত সমাজকে এই তিন মূল মন্ত্রে সঞ্জীবীত করেন। তাঁর মতে দলিতদের নিজেদের দাসত্ব নিজেদেরই ছিন্ন করতে হবে। কোন ঈশ্বর বা অতি মানবের আশায় জীবন অতিবাহিত না রেখে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে রাজনৈতিক শক্তির আধারে জীবন মুক্তির পথ অন্বেষণ করা উচিত। ভগবান্ বোধিসত্ত্ব যেমন বুদ্ধত্ব বা সৎজ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা জগৎ সংসারের দুঃখাবক্লিষ্ট মানবকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছিলেন, তেমনি দলিত সমাজের দুঃখ মোচনের বোধিসত্ত্ব স্বরূপ বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকর তদ্রুপ দিকদর্শন করেছিলেন। প্রভাশঙ্কর জোশী তার 'ভীমায়নম্' কাব্যে বাবাসাহেব আম্বেদকরের এক উক্তির মাধ্যমে বলেছেন আমরা কেউ দাস দাসী নই, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। সবর্ণ ও উচ্চবর্ণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে এই উঁচু নিচু জাতির সৃষ্টি কাজ চলমান হয়েছে[xii]।

শিক্ষা - শিক্ষার দ্বারাই দলিত সমাজের প্রেমভাব, সদ্ভাব, পুরুষার্থ ও সেবারূপ গুণ জাগরণ সম্ভব। শিক্ষার দ্বারাই তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সমস্যার সাধন ঘটবে। শিক্ষার দ্বারাই ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, বাবু জগজীবনরাম, রামবিলাস পাসওয়ান প্রমুখরা বুদ্ধিজীবী, আধিকারী, রাজনেতা ও সমাজসেবকেরা দলিত সমাজের মহারত্ন। দলিত সমাজের সর্বত্র সম্ভাষণালয়, পুস্তকালয় সংবাদপত্র পঠন-পাঠনে সার্বজনীনতা ও জনজাগরণ চেতনা বোধের আন্দোলন ঘটাতে হবে। ভারতীয় দলিত একাডেমির প্রতিষ্ঠা ও তার মাধ্যমে দেশের সর্বত্র প্রচার ও শিক্ষার প্রসার ঘটালে দলিত সমাজ একদা সংগটিত হবে।

নৈতিকতা, সদাচার, মানবতা ও শিক্ষার দ্বারা দলিতরা সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হবে। এর ফলেই অন্ধবিশ্বাস ও ভাগ্যবাদ নিষ্ফল হবে। প্রভাশঙ্কর জোশী ভীমায়নম্-এ দলিতবর্গের সকল সন্তানদের সুশিক্ষিত যোগ্য করে তোলার কথা বলেন। শিক্ষার দ্বারাই নিজেদের উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব। শিক্ষা ছাড়া সকলে পশুর সমান[xiii]।

সংগঠন- দলিতদের জাতি বিভিন্নতাকে অপসারণ করে সমাজে পিছিয়ে পড়া, শ্রমিক শ্রেণী, অল্প সংখ্যক ও মহিলাদের একত্রিত করে বর্গচেতনা বৃদ্ধির জন্য সর্বহারা মুক্তি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। সর্বহারা মুক্তি সংগঠন পাঁচটি স্তরে কার্যনির্বাহে উদ্যোগী হবে-

প্রথমস্তর গ্রাম শহর নগরে সামগ্রিক জাতীয় স্তর স্থানীয় স্তরে পৃথক সংগঠন গঠন করে বর্গচেতনার বিকাশ, জনশক্তি, জনজাগরণ ও আর্থিক ব্যবস্থার সংশোধন করতে হবে।

দ্বিতীয়স্তর মহকুমা ভিত্তিক মুখ্যালয়স্তর। প্রথম স্তরের প্রতিনিধিদের নিজেদের সহমতানুসারে মতামত প্রদান এবং বিভিন্ন বর্গের সংগঠন নির্মাণে এই স্তর কাজ করবে ।

তৃতীয়স্তর জেলা ভিত্তিক মূল্যায়ন স্তর। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিনিধিদের মতানুসারে এর কার্যকারিতা চলমান হবে।

চতুর্থস্তর প্রদেশ বা রাজ্যভিত্তিক। পঞ্চম স্তর অখিল ভারতীয় স্তর। পূর্বোক্ত ক্রমানুসারে সংঘটিত হবে এবং কার্যকলাপ নিরন্তন গতিতে বহমান হবে। সংগঠনগুলির ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত নাগরিক অধিকারগুলিকে সর্বহারাশ্রেণীকে প্রদান করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

সংঘর্ষ- রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও দলিতরা সামাজিক ভেদাভেদ তথা জাতিভেদ থেকে মুক্ত হয়নি। সামাজিক ও আর্থিক প্রভেদ মেটাতে গেলে দলিতদের সংঘর্ষ করতে হবে। কেননা দলিতরা অন্যায় ও অত্যাচারের সঙ্গে সংগ্রাম না করলে কোনো সরকারই গরীব তথা দলিতদের শোষণ, দারিদ্র্য ও অনাচার রোধ করতে সক্ষম হবে না। সমাজে দারিদ্র্য, রোজগারহীনতা, দ্রব্যমূল্য ও দুর্নীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দাসত্ব, দুর্বলতা ও অপৌরুষেয়তায় দলিত সমাজ নিমজ্জিত। ছুঁত -অচ্ছুত ভাবের কুসংস্কার মানবিক বোধ ও সকলের সমান অধিকার স্বীকার করতে চায় না। দলিতদের

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ছোঁয়া জল পান করা যায় না। দলিতদের সবর্ণ সংরক্ষিত জল ছুঁতে দেওয়া হয় না। প্রভাশঙ্কর জোশী ভীমায়নম্ -এ বলেছেন সরোবর বা জলাশয় সকলের এবং এর ব্যবহারের অধিকার সকলের বিদ্যমান। কিন্তু সবর্ণ বা উচ্চবর্ণের তৈরি দলিত ও অন্য বর্গের জলাশয়ে প্রবেশের অধিকার নেই[xiv]। একজন দলিতেরও এই সংকল্প হওয়া উচিত যে সেও আত্মহীনতা ত্যাগ করে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করে নিজের সম্মান ও গরিমাকে বৃদ্ধি করে মানবীয়, সহনীয় ও আদরনীয় গুণের অধিকারী হয়ে ওঠে। এর বিপরীত ক্রমে প্রাপ্য অধিকারে দলিতরা অবহেলিত হতে হতে যদি বদলার ভাবনা পোষণ করে, তবে তা দেশ ও সমাজের পক্ষে অহিতকর হতে পারে। দলিত ক্রান্তি দর্শনের তৃতীয় সূত্রটি হল লোকশক্তি জাগরণ করা। এর আবার তিনটি উপসুত্র বর্তমান- প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রীয়তা ও সমাজবাদ।

প্রজাতন্ত্র- প্রজাতন্ত্র প্রজা শাসন প্রণালী নয়, বরং প্রজার বিকাশের জন্য প্রজাকর্তৃক প্রজার শাসন ব্যবস্থা। যার আধার স্বতন্ত্রতা, সমানতা ও বন্ধুত্ব। প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রে অনুশাসন, সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সদ্ভাব, বিচার বিমর্শ ও সার্বজনীন হিতসাধনে সকলের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বিধান ও সকলের প্রতি সমভাব বা বন্ধুসুলভ আচরণ ও মনন একান্ত প্রয়োজন।

রাষ্ট্রীয়তা - রাষ্ট্রীয়তা বোধের দ্বারা কোন দেশের সার্বিক বিকাশ সম্ভব। নাগরিক সমাজ ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করে যখন সমাজ তথা দেশের সার্বিক কল্যাণে কার্য করে অর্থাৎ দেশমাতৃকার প্রতি অনাবিল আনুগত্য, নিষ্ঠা ভাবনায় আমরা ভারতীয় ও ভারতীয়রা আমার ভাই বোন -এরূপ চেতনা জন্মে তখন জাতীয়তাবোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। কোন বর্ণ বা জাতি কেন্দ্রিক নয়, যখন দেশকেন্দ্রিক তথা ভারতীয় বোধ জাগ্রত হয়, জন্মভূমির প্রতি জীবন বলিদানেও হৃদয় কুণ্ঠিত হয় না, সেখানে ভেদাভেদ থাকে না, অস্পৃশ্যতা থাকে না। সকল এক হয়ে বহুর হিতে রত হয়। এই চেতনা বোধই রাষ্ট্রীয়তা।

সমাজবাদ- ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি ও পরম্পরা তথা ভারতীয় আদর্শ স্থাপনে সমাজবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ আধার। মার্কসীয় সমাজবাদ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সমাজবাদের ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। কেননা মার্কসীয় সমাজবাদে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রাম ও ন্যায্য অধিকার লাভে তৎপর। কিন্তু ভারত কৃষি প্রধান, তাই ভারতীয় সমাজ কৃষক শ্রেণীবহুল। তারা কেবল আর্থিক নয় সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার। দলিত সম্প্রদায়ও এই সর্বহারা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কেবল আর্থিক নয়, সামাজিকভাবে অবহেলিত। প্রজাতন্ত্রীয় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমস্ত ভারতীয়দের জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ও আঞ্চলিকতাকে ভুলে সংকল্পবদ্ধ হয়ে নারীকে তার সম্মান সুরক্ষা ও গরিমা দান করতে হবে। নারী সমাজের উন্নতি হলে তার সন্তানও সুশিক্ষিত ও সুরক্ষিত হবে। ফলে সমাজ বিকশিত হবে। সুতরাং নারীশিক্ষা বিকাশ করে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ, পণপ্রথা নিষিদ্ধ করে নারীশক্তি রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হলে সমাজ তথা রাষ্ট্রের সার্বিক বিকাশ ঘটবে।

সাংখ্যদর্শনে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ- এই তিনগুণের সাম্যাবস্থাতেই প্রকৃতি তার কার্য সংঘটিত করে[xv]। সত্ত্বগুণ লঘু প্রকাশক ও অভিপ্রেত। যেমন দলিতদের শিক্ষা পারে তাদের অন্তরের সুপ্ত জ্ঞানালোককে প্রকাশ করতে। এটিই তাদের অভিপ্রেত।

রজঃ গুণ প্রবর্তক ও চঞ্চল। দলিতরাও যেন রজোগুণের ন্যায় স্বীয় মানবতাবোধ ও সামাজিক ন্যায় স্থাপনে সংঘর্ষ করে চলে, তারা চঞ্চলিত হয়ে অসত্য ও কুসংস্কারের পাহাড়টিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চলে। এভাবেই তারা প্রবৃত্ত হয় প্রবর্তকের ন্যায়।

তমঃ গুণ গুরু ও আবরক। দলিতদের একত্রিকরণে তারা গুরুতা প্রাপ্ত হয়। তাদের সংঘবদ্ধ শ্রেণীবিন্যাসে বৃহত্তর সংগঠন সৃষ্টি হয়। আর এই সংগঠন অজ্ঞান অস্পৃশ্যতা ও শোষণের অন্ধকার আবরণকে দূরীভূত করে[xvi] ।

প্রকৃতির এই তিনটি গুণ যেমন সৃষ্টিকার্যে ত্বরান্বিত হয়ে পুরুষের বন্ধন ও বিবেক জ্ঞানে চির মুক্তি ঘটায়, তেমনি শিক্ষা, সংগঠন ও সংঘর্ষ দলিত মুক্তির পথ প্রশস্ত করে।

উপসংহার - দলিত ক্রান্তি দর্শন দলিতদের অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও শোষণ হেতু ম্রিয়মান, আত্মমর্যাদাহীন, স্বাভিমানহীন ও মেরুদণ্ডহীন করুণ বিষম অবস্থাকে শিক্ষা, সংগঠন ও সংঘর্ষের চেতনায় সুশিক্ষিত, যোগ্য, সংগঠিত, স্বাভিমানী, আত্মবিশ্বাসী ও সদ্ব্যবহারিক করে লোকশক্তি জাগরণে প্রজাতান্ত্রিক, রাষ্ট্রীয়তা ও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাবাসাহেব আম্বেদকর এর দর্শনকেই সর্বাগ্রে দলিত মুক্তির পাথেয়রূপে নির্দেশ করেছে। ভারত ইতিহাসে স্বাধীনোত্তর

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কাল থেকে চলমান জন-আন্দোলন বর্গচেতনা ও বর্গসংঘর্ষের ভাবনার বিকাশে এবং ভারতীয় সংবিধান প্রণীত ১৭ নম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতাকে বিলুপ্ত ও নিষিদ্ধ করায় ও ১৪ নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দলিতরা সামাজিক সুরক্ষা ও ন্যায় লাভে পারঙ্গম হয়েছে। তাই আজ বৃহত্তর ভারতে রাষ্ট্রপতি পদে কোন এক দলিত জনজাতির বিদুষীকে দেখা যায়। তাই মানবতাবাদের জয়গান সর্বত্র প্রচারিত। সাংখ্যদর্শন অনুসারে ধর্মের দ্বারা ঊর্ধ্বগমন, অধর্মে অধোগমন, অপবর্গে বা জ্ঞানে মোক্ষ ও বিপর্যয় বা অজ্ঞানে বন্ধন ঘটে[xvii]। সেই ধর্ম যদি মানবতা হয়, তাতে সমাজের সকলের ঊর্ধগমন সম্ভব। অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও শোষণরূপ অজ্ঞানতায় যেন দলিতদের জাতিগত অস্পৃশ্যতা, অবহেলা ও নিপীড়ণে শূদ্রত্ব বা দাসত্বের বন্ধন। সাংখ্যের ত্রিবিধ গুণের আবেশেই দলিতের শ্রেণী-জাগরণ। সত্ত্ব গুণের ন্যায় শিক্ষার প্রকাশ, রজঃ - গুণের ন্যায় অসত্য ও কুসংস্কার নাশে বর্গসংঘর্ষে প্রবৃত্তি ও তমঃ গুণের ন্যায় বর্গসংগঠনে অস্পৃশ্যতা ও শোষণের আবরণ নিবৃত্তিতে সর্বদা মানব মনন সৃষ্টি ও মুক্তির আস্বাদ প্রকৃতির ক্রোড়ে দোদুল্যমান। সাংখ্যদর্শনের ন্যায় দলিত ক্রান্তি দর্শনও ঈশ্বরবাদ ও ভাগ্যবাদ থেকে মুক্ত। বিবেক বা কৈবল্য লাভ বা প্রকৃতি -পুরুষের ভেদ জ্ঞান হেতু সাংখ্যের মোক্ষ লাভের ন্যায় দলিত ক্রান্তি দর্শনে শিক্ষা, সংগঠন ও সংঘর্ষের চেতনায় দলিত মুক্তির পথ নির্দেশিত হয়েছে। অজ্ঞান হেতু দুঃখভোগ তা উভয় দর্শন সম্মত। দুঃখ কারোও অভিপ্রেত নয়। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার পঙ্কে পড়ে উচ্চ বর্ণের তাচ্ছিল্যে বারংবার অবহেলিত দলিতরূপ মানব সমাজের দুঃখ বিমোচন উভয় দার্শনিক পরিভাষাতেই স্বীকৃত।

তথ্যসূত্র

[i] ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ । সাংখ্যসূত্রম্ – ১/১নং ।

[ii] শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মবিপর্যয়কৃতং জ্বরাতীসারাদি । সাংখ্যকারিকা গৌড়পাদভাষ্য, পৃষ্ঠা নং – ৩ ।

[iii] মানসং প্রিয়-বিয়োগাপ্রিয়সংযোগাদি । সাংখ্যকারিকা গৌড়পাদভাষ্য পৃষ্ঠা নং – ৩ ।

[iv] আধিভৌতিকং চতুর্বিধং ভূতগ্রামনিমিত্তং মনুষ্যপশুমৃগপক্ষিসরীসৃপদংশ-মশক- যূকা-মত্কুণ-মত্স্য-মকর-গ্রাহ- স্থাবরেভ্যো জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জেভ্যঃ সকাশাদুপজায়তে । সাংখ্যকারিকা গৌড়পাদভাষ্য পৃষ্ঠা নং- ৩-৪ ।

[v]আধিদৈবিকং। দেবানামিদং দৈবিকং। দিবঃ প্রভবতীতি বা দৈবং।তদধিকৃত্য যদুপজায়তে শীতোষ্ণবাতবর্ষাশনিপাতাদিকম্ । সাংখ্যকারিকা গৌড়পাদভাষ্য পৃষ্ঠা নং- ৪ ।

[vi] বন্ধো বিপর্য্যযাত্। সাংখ্যসূত্রম্ ৩/২৪ নং।

[vii] বিপয্যয়ভেদাঃ পঞ্চ। সাংখ্যসূত্রম্ ৩/৩৭নং ।

[viii] জ্ঞানান্মুক্তিঃ । সাংখ্যসূত্রম্ ৩/২৩নং ।

[ix] তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাত্ । সাংখ্যকারিকা -২ কারিকা ।

[x] ঔত্সুক্য নিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ততে লোকঃ ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ততে তদ্বদব্যক্তম্ ।। সাংখ্যকারিকা – ৫৮ নং কারিকা ।

[xi] ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ । সাংখ্যসূত্রম্ – ১/৯২ নং কারিকা ।

[xii] দাস্যো ন যূয়ং ন বয়ং চ দাসাঃ সর্বে জনাঃ সংততিরীশ্বরস্য।
কালেন নীচোত্তমতাং জনেষু বিনির্মিতা স্বার্থপরৈঃ সবর্ণৈঃ।। ভীমায়নম্ – ১১/৪২ শ্লোক ।

[xiii] সর্বাণ্যপত্যানি সুশিক্ষিতানি ভবেয়ুরেবেত্যবধারণীয়ম্ ।
শিক্ষৈব চাত্মোন্নতি হেতুরস্তি শিক্ষাং বিনা তে পশুভিঃ সমানাঃ ।। ভীমায়নম্ – ১১/৪৩ শ্লোক ।

[xiv] সরোবরঃ সার্বজনীন এব সরোম্বুপানেঽধিকৃতাশ্চ সর্বে ।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

নাত্র প্রবেশো২নুমতঃ সবর্ণৈর্দাসীকৃতানাং দলিতান্ত্যজানাম্ ।। ভীমায়নম্ – ১১/১৭ শ্লোক ।

[xv] সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ । সাংখ্যসূত্রম্ – ১/৬১ ।

[xvi] সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্ঠমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ ।
গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ।। সাংখ্যকারিকা ১৩নং কারিকা ।

[xvii] ধর্মেণ গমনমূর্ধ্বং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ।। সাংখ্যকারিকা- ৪৪নং কারিকা।

গ্রন্থপঞ্জী :-

ক) কুমারী, ডঃ মৈত্রেয়ী, ২০১৯, "আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য", সংশোধিত সংস্করণ, দিল্লি-১১০০৯০, গ্রন্থভারতী প্রকাশন, (হিন্দি গ্রন্থ)।

খ) গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র, ১৯৯৪, "শ্রীমদ্-বাচস্পতিমিশ্র বিরচিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী", দ্বিতীয় প্রকাশন, কলকাতা-০৬, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

গ) ঘটক, পঞ্চানন, ২০১১, "সাংখ্যদর্শন ১(প্রকৃতিবাদ)", কলকাতা-৭৩, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

ঘ) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅশোককুমার(সম্পাদক), ১৪১৪ (বাংলা সন), "ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃতা সাংখ্যকারিকা গৌড়পাদভাষ্য-তত্ত্বকৌমুদীসহিতা সানুবাদ", প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ০৬, সদেশ ।

ঙ) ভট্টাচার্য, ডঃ রামশংকর (সম্পাদক), ১৯৬৪, "সাংখ্যসূত্রম্", প্রথমাবৃত্তি , বেনারস -১(কমচ্ছা), প্রাচ্যভারতী-প্রকাশনম্, (সংস্কৃত গ্রন্থ)।

চ) ভাবঘনানন্দ, স্বামী (অনুদিত), ২০১৮, "সাংখ্যকারিকা", সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, স্বামী নিত্য মুক্তানন্দ (প্রকাশক), কলকাতা-০৩, উদ্বোধন কার্যালয়।

ছ) মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত), ১৯৯৭, "সাঙ্খ্যদর্শন", নবম সংস্করণ, কলকাতা-১২, বসুমতী সাহিত্য-মন্দির।

জ) লক্ষ্মীকান্ত, এম, ২০১৯, "ইণ্ডিয়ান পলিটি", ষষ্ঠ সংস্করণ, চেন্নাই-১৬ তামিলনাড়ু, ম্যাগ্রাহিল, (ইংরেজি গ্রন্থ)।

ঝ) বিবেক, রামলাল, ১৯৯১, "দলিত ক্রান্তি দর্শন", প্রথম সংস্করণ, জয়পুর- ৩০২০১৭ রাজস্থান, সংঘী প্রকাশন।

ঞ) সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী, মহন্ত শ্রীস্বামী, ১৩৯২(বাংলা সন), "দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা-প্রথম খণ্ড", তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা-৫৫, শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য (প্রকাশক)।

ট) সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, দুর্গাচরণ(সম্পাদিত), ১৩৬০(বাংলা সন), "সাংখ্য-দর্শনম্", কলকাতা-১৪, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431